অধ্যায় ২
ব্রিটিশ শাসন

■ অনুশীলনীর প্রশ্ন ও সমাধান

➲ অল্পকথায় উত্তর দাও :

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ সিপাহি বিদ্রোহের পাঁচটি কারণ লেখ।

উত্তর : সিপাহি বিদ্রোহের পাঁচটি কারণ :

১. সৈন্যবাহিনীতে সিপাহি পদে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য ছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ৫০,০০০ ব্রিটিশ এবং ৩,০০,০০০ ভারতীয় সিপাহি ছিল।

২. ভারতের বিভিন্ন এলাকার সৈন্যদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল।

৩. ১৮৫৬ সালের পর ভারতের বাইরেও সৈন্যদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৪. কামান ও বন্দুকের কার্তুজ পিচ্ছিল করার জন্য গরবর এবং শুকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে ধর্মীয় অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল।

৫. সৈন্যদের আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য সাধারণ মানুষ প্রস্তুত ছিলেন। এই আন্দোলন দ্রবতই সৈন্যদের থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ব্রিটিশ শাসনের দুইটি ভালো ও দুইটি খারাপ দিক উলেরখ কর।

উত্তর : ব্রিটিশ শাসনের দুইটি ভালো দিক :

১. নতুন নতুন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিৰা ব্যবস্থার উন্নতি হয়।

২. উন্নত রাস্তাঘাট, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়।

ব্রিটিশ শাসনের দুইটি খারাপ দিক :

১. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে এদেশে ধর্ম, বর্ণ এবং জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি হয়।

২. অনেক কারিগর বেকার ও অনেক কৃষক গরিব হয়ে যায় এবং বাংলায় দুর্ভিৰ দেখা দেয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলার নবজাগরণে কারা অবদান রেখেছেন?

উত্তর : উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে। নবজাগরণের প্রধান ব্যক্তিরা হলেন– রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী।

➲ প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পলাশির যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজ–উদ–দৌলার পরাজয় ঘটে। বাংলার শাসন ৰমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ইংরেজদের শাসনের নামে শোষণের সূচনা হয়। ইংরেজদের শাসনকালে প্রচুর অর্থসম্পদও এদেশ থেকে পাচার হয়ে যায়। বাংলার অর্থনীতির মেরবদন্ড কৃষি ও তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ দুঃখ ও দুর্দশার মাঝে নিপতিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সিপাহি বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর : ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। প্রথম বিদ্রোহ শুরব হয় পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে সিপাহি মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে। বাংলার জনগণ এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায় এবং বিদ্রোহের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সাহিত্যিকগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেন?

উত্তর : সাহিত্যিকগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের লেখনীর মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারেন। নবজাগরণের তৃতীয় ধাপে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরবল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমূখ লেখকদের কবিতা, গান ও লেখার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার চেতনার প্রসার ঘটে। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া নারী শিৰা প্রসারে লেখনীর মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ কবিতা, গান ও লেখার মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন করে যাচ্ছেন।

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

১. তিতুমীর বাঁশের কেলরা তৈরি করেছিলেন কেন?
ক. নিজে থাকার জন্য ✓খ. যুদ্ধ পরিচালনার জন্য
গ. ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঘ. সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য

২. বাংলায় ইংরেজদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. যুদ্ধের জন্য ✓খ. ব্যবসার জন্য
গ. শাসনের জন্য ঘ. স্থানান্তরের জন্য

৩. কোম্পানির শাসন রদ করে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেছিল কেন?
ক. ব্যবসা প্রসারের জন্য খ. শিৰা প্রসারের জন্য
✓গ. শাসন সুদৃঢ় করার জন্য ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য

৪. ভারতবর্ষের জনগণ ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ কোনটি?
✓ক. তারা স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিল
খ. ব্রিটিশদের বিরবদ্ধে তারা যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল বলে
গ. ব্রিটিশরা ভালোভাবে শাসন পরিচালনা করতে পারেনি বলে
ঘ. ভারতবর্ষের জনগণ ব্রিটিশ শোষণ মেনে নিতে চায়নি বলে

৫. ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ৰমতা দখল করতে পারার প্রধান কারণ হলো–
ক. নবাব সিরাজ–উদ–দৌলার দুর্বলতা
খ. ভারতবর্ষের জনগণের অনৈক্য
গ. ব্রিটিশদের উন্নততর মারণাস্ত্র
✓ঘ. সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা

৬. ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরপরই কোন দুটি পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়?
ক. বাংলাদেশ ও ভারত ✓খ. ভারত ও পাকিস্তান

গ. পূর্ববাংলা ও আসাম ঘ. পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান

৭. ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দৌলা ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে যুদ্ধে নবাবের শেষ পরিণতি কী হয়েছিল?

ক. আহত হয়েছিলেন ✓খ. হত্যার শিকার হন
গ. যুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন ঘ. ক্ষমতা হস্তান্তর করেন

৮. রহিম রাতুলকে বলল, ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে হারার পর বাংলা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায়। এর ফলে কী হয়েছিল?

✓ক. বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা
খ. বণিক গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করেছিল
গ. নবাববিরোধী শক্তির একজোট
ঘ. নবাবের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের বিরোধ

৯. দীপা তার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যবই থেকে ইংরেজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে। উদ্দেশ্যটি কী ছিল?

ক. বাণিজ্য করা ✓খ. শোষণ ও নিজের স্বার্থ
গ. শিল্প স্থাপন ঘ. দেশবাসীর উন্নয়ন

১০. একটি যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। 'ক' নামক যুদ্ধটি কী ছিল?

✓ক. পলাশির যুদ্ধ খ. বক্সারের যুদ্ধ
গ. মুক্তিযুদ্ধ ঘ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১১. ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি ও শোষণের বিরবদ্ধে কোন বিদ্রোহটি হয়েছিল?

ক. তিতুমীরের বিদ্রোহ খ. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
✓গ. সিপাহি বিদ্রোহ ঘ. স্বরাজ বিদ্রোহ

১২. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তুমি কাদের সঙ্গে তুলনা করবে?

ক. পাকিস্তানি শাসক ✓খ. ইংরেজ শাসক
গ. মোঘল শাসক ঘ. সেনা শাসক

১৩. আধুনিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে নিচের কোন নামটি অমিল প্রকাশ করে?

✓ক. মীর কাশিম খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. নবাব আবদুল লতিফ ঘ. সৈয়দ আমীর আলী

১৪. রফিক ২২ বছর বয়সে একটি দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। রফিকের সাথে বাংলার কোন নবাবের মিল দেখা যায়?

✓ক. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা
খ. মীর কাশিম
গ. লর্ড ক্লাইভ ঘ. মীর জাফর

১৫. জাকারিয়া বাহাদুর শাহ পার্কের ইতিহাস পড়ে জানতে পারল যে, এই পার্কে ইংরেজ শাসনামলে একদল বিদ্রোহীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। উক্ত বিদ্রোহীরা ছিলেন-

✓ক. সিপাহি বিদ্রোহি খ. তিতুমীরের বিদ্রোহ
গ. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘ. সাঁওতাল বিদ্রোহ

১৬. বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপনে কোন যুদ্ধ মাইলফলক?

ক. পানিপথের যুদ্ধ ✓খ. পলাশির যুদ্ধ
গ. তরাইন যুদ্ধ ঘ. বক্সারের যুদ্ধ

১৭. ইতিহাসে কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত-

ক. ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল
✓খ. ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল
গ. ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল
ঘ. ১৮৮৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কাল

১৮. ইংরেজ শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

ক. 'ভাগ কর শোষণ কর' নীতি খ. 'ভাগ কর বিভাজন কর' নীতি
গ. 'ভাগ কর অর্থ পাচার কর' নীতি ✓ঘ. 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি

১৯. কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশি চেতনার ব্যাপক বিস্তার ঘটে?

ক. স্বরাজ আন্দোলন ✓খ. বঙ্গভঙ্গ
গ. অসহযোগ আন্দোলন ঘ. সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ

২০. ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা প্রসারে কে সর্বাধিক ভূমিকা রেখে গেছেন?

ক. নওয়াব ফয়জুননেছা
খ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার
গ. রানি বাঈ
✓ঘ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

২১. লেখনীর মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার চেতনা বেগবানে ভূমিকা রেখেছেন-

ক. সুভাষ চন্দ্র বসু খ. মাস্টারদা সূর্যসেন
গ. চিত্তরঞ্জন দাশ ✓ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২২. বাংলায় নবজাগরণ ঘটে-

✓ক. উনিশ শতকে খ. ছিয়াত্তরে
গ. আঠারো শতকে ঘ. একুশ শতকে

২৩. কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারায়?
[ইউনিভার্সিটি ল্যাব. স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]

✓ক. ইংরেজ শাসনের সূচনার মধ্য দিয়ে
খ. বক্সারের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে
গ. সিপাহি বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে
ঘ. বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে

২৪. কে মুসলমানদের সামাজিক সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন?

✓ক. নবাব আব্দুল লতিফ খ. হাজী শরীয়তউলল্লাহ
গ. দুদু মিয়া ঘ. তিতুমীর

২৫. ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে শেষাবধি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকে কারা? [আরমানিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

ক. পর্তুগিজরা খ. ডাচরা
গ. ফরাসিরা ✓ঘ. ইংরেজরা

২৬. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়?

ক. বক্সারের যুদ্ধ ✓খ. পলাশির যুদ্ধ
গ. চৌসার যুদ্ধ ঘ. কর্ণাটের যুদ্ধ

২৭. পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের কারণ কী?
[মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা]

ক. মীর মদনের অযোগ্যতা
খ. সেনাবাহিনীর বিশৃঙ্খলা
গ. নবাবের দুর্বলতা
✓ঘ. মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা

২৮. ১৮৫৭ সলে কোম্পানির নীতি ও শোষণের ফলে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার নাম কী?

ক. সাঁওতাল বিদ্রোহ ✓খ. সিপাহি বিদ্রোহ
গ. ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘ. তিতুমীরের বিদ্রোহ

২৯. কোন শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি? [ইউনিভার্সিটি স্কুল, রাজশাহী]

✓ক. ইংরেজ শাসনের খ. মুঘল শাসনের
গ. পাল শাসনের ঘ. সেন শাসনের

৩০. ইংরেজ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?
[মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী, ঢাকা; ইউনিভার্সিটি স্কুল, রাজশাহী]

ক. সম্পদ পাচার ✓খ. শোষণ ও নিজেদের লাভ
গ. ভারতীয় অর্থনীতি ধ্বংস করা ঘ. বিশেষ শ্রেণিকে সুবিধা দেওয়া

৩১. বঙ্গভঙ্গের ফলে কোন দুটি এলাকা নিয়ে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়? [ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, টাঙ্গাইল]
ক. কলকাতা ও আসাম খ. আসাম ও পশ্চিম বাংলা
✓গ. পূর্ববাংলা ও আসাম ঘ. ঢাকা ও কলকাতা

➲ সাধারণ

৩২. ছিয়াওরের মন্বন্তর হয়েছিল বাংলা কত সনে?
ক. ১৪৭৬ খ. ১৩৭৬
গ. ১২৭৬ ✓ঘ. ১১৭৬

৩৩. কবে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল?
ক. ১৭৫৫ সালের ১ জানুয়ারি খ. ১৭৫৬ সালের ৩০ অক্টোবর
✓গ. ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ঘ. ১৭৫৬ সালের ২৩ জুন

৩৪. ইংরেজরা বঙ্গবিভাগ রদ করতে বাধ্য হয় কোন সালে?
ক. ১৯০৫ খ. ১৯০৬
গ. ১৯১০ ✓ঘ. ১৯১১

৩৫. কে নবজাগরণের সাথে যুক্ত ছিলেন?
ক. ক্ষুদিরাম খ. চিত্তরঞ্জন দাশ
গ. তিতুমীর ✓ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাগর

৩৬. কোন সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়?
ক. ১৯৪৫ ✓খ. ১৯৪৭ গ. ১৯৪৯ ঘ. ১৯৫০

৩৭. সিপাহি বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?
ক. চিত্তরঞ্জন দাস খ. সুভাষ চন্দ্র বসু
✓গ. মঙ্গল পাণ্ডে ঘ. তিতুমীর

৩৮. কোন সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়েছিল?
ক. ১৭৫৭ ✓খ. ১৮৫৭ গ. ১৯৫৭ ঘ. ১৯৭১

৩৯. কত সালে ঢাকায় ভারতীয় মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে?
ক. ১৯০৫ ✓খ. ১৯০৬ গ. ১৯০৭ ঘ. ১৯০৮

৪০. নবাব সিরাজউদ্দৌলা কত বছর বয়সে বাংলার নবাব হন?
ক. ২১ ✓খ. ২২ গ. ২৩ ঘ. ২৪

৪১. ১৯৪৭ সালে কী হয়েছিল?
ক. সিপাহি বিদ্রোহ ✓খ. ভারতবর্ষ স্বাধীন
গ. ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘ. ভাষা আন্দোলন

৪২. তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন?
ক. তালবাড়িয়ায় খ. লালবাগে
গ. শহিদবাগে ✓ঘ. নারকেলবাড়িয়ায়

৪৩. ভারতবর্ষে সরাসরি ব্রিটিশ শাসন কবে থেকে শুরব হয়?
ক. ১৮৫৭ সাল থেকে ✓খ. ১৮৫৮ সাল থেকে
গ. ১৭৫৭ সাল থেকে ঘ. ১৭৬৫ সাল থেকে

৪৪. শাসনকাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় ইংরেজরা প্রথমে কাকে সিংহাসনে বসায়?
ক. মীর কাশিমকে ✓খ. মীর জাফরকে
গ. ঘসেটি বেগমকে ঘ. শওকত জংকে

৪৫. ১৭৭০ সালকে বাংলা কত সাল গণনা করা হয়?
ক. ১১৭০ ✓খ. ১১৭৬ গ. ১১৭২ ঘ. ১১৭৩

৪৬. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৮৫৭ খ. ১৯৫৭ ✓গ. ১৮৮৫ ঘ. ১৮৭০

৪৭. কত সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়?
ক. ১৯৩৭ সালে ✓খ. ১৯৪৭ সালে
গ. ১৯৫৭ সালে ঘ. ১৯৭১ সালে

৪৮. ইংরেজদের হাতে জীবন না দিয়ে কে আত্মাহুতির পথ বেছে নেন?
ক. ক্ষুদিরাম খ. সূর্যসেন
✓গ. প্রীতিলতা ঘ. তিতুমীর

৪৯. নিচের কোন ব্যক্তি নবজাগরণের সাথে যুক্ত ছিলেন?
✓ক. রাজা রামমোহন রায় খ. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. চিত্তরঞ্জন দাস ঘ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

৫০. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে?
ক. টিপু সুলতান ✓খ. সিরাজউদ্দৌলা
গ. মীর কাশিম ঘ. মীর জাফর

৫১. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকর্তা কে ছিলেন?
ক. ওয়ারেন হেস্টিংস খ. উইলিয়াম বেন্টিংক
গ. লর্ড কার্জন ✓ঘ. লর্ড ক্লাইভ

৫২. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইংরেজি কত সালে সংঘটিত হয়?
✓ক. ১৭৭০ খ. ১৭৭৩ গ. ১৭৭৬ ঘ. ১৭৭৯

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ১৬০১ সালে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ভারতে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কোম্পানির নাম কী?
উত্তর : কোম্পানিটির নাম ব্রিটিশ ইস্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানি।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এ নবাবের নাম কী?
উত্তর : নবাবের নাম হলো নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'ক' নামক দেশে প্রায় দুইশত বছর বিদেশি শাসন অব্যাহত ছিল। 'ক' দেশের মতো আমাদের উপমহাদেশে কোন শাসন অব্যাহত ছিল?
উত্তর : 'ক' দেশের মতো আমাদের উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন অব্যাহত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এ দেশে একটি বিদেশি কোম্পানির শাসন চলে। কোম্পানিটির নাম কী ছিল?
উত্তর : কোম্পানিটির নাম ছিল ব্রিটিশ ইস্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানি।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ব্রিটিশ সরকার প্রচলিত একটি নীতির কারণে এ দেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং অঞ্চলভেদে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এখানে কোন নীতির কথা বলা হয়েছে?
উত্তর : এখানে 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালে একটি বিদ্রোহ শুরব হয়। বিদ্রোহটির নাম কী?
উত্তর : বিদ্রোহটির নাম হলো সিপাহি বিদ্রোহ।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ ইংরেজ শাসনামলের একজন নারীকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। উক্ত নারীর নাম কী?
উত্তর : উক্ত নারীর নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ১৮৮৫ সালে ভারতীয়দের একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হওয়ার ফলে ব্রিটিশরা ভীত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দলটির নাম কী?
উত্তর : রাজনৈতিক দলটির নাম হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ বাংলা অঞ্চলের ওপর ইংরেজদের আগ্রহ ছিল। এ আগ্রহের কারণ কী?
উত্তর : ইংরেজদের আগ্রহের কারণ ছিল বাংলার সম্পদ।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। এর মধ্যে উলেরখযোগ্য কারণ?
উত্তর : মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ছিল নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ।
শাসনামল নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ ইংরেজরা প্রায় দুশো' বছর এদেশ শাসন করেছিল। তাদের শাসনের একটি নেতিবাচক ফলাফল লিখ।
উত্তর : তাদের শাসনের নেতিবাচক একটি ফল হলো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ ইংরেজরা প্রায় দুশো' বছর এদেশ শাসন করেছিল। এ শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কেনটি?

উত্তর : ইংরেজদের শাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভাগ কর শাসন কর নীতি।

প্রশ্ন ॥ ১৩॥ প্রায় দুশো বছর ইংরেজরা এদেশ শাসন করেছিল। উক্ত সময়ে তাদের শাসনের ভালো দিক কোনটি?

উত্তর : ইংরেজদের দুশো বছর শাসনের ভালো দিক হলো এদেশে জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রসার।

➲ সাধারণ

প্রশ্ন–১৪ : ইংরেজরা এদেশে প্রায় কত বছর রাজত্ব করে?

উত্তর : ইংরেজরা এদেশে প্রায় দুশ বছর রাজত্ব করে।

প্রশ্ন–১৫ : বাংলায় কোন সালে ভয়াবহ দুর্ভিৰ হয়েছিল?

উত্তর : ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিৰ হয়েছিল।

প্রশ্ন–১৬ : কে নবজাগরণের সাথে যুক্ত ছিলেন?

উত্তর : রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী।

প্রশ্ন–১৭ : কত সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়?

উত্তর : ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়।

প্রশ্ন–১৮ : কোন সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়?

উত্তর : ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়।

প্রশ্ন–১৯ : বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?

উত্তর : সিরাজ–উদ–দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

প্রশ্ন–২০ : কার কার মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?

উত্তর : নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?

প্রশ্ন–২১ : নবজাগরণের দুইজন ব্যক্তির নাম লেখ।

উত্তর : নবজাগরণের দুইজন ব্যক্তির নাম হলো রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

প্রশ্ন–২২ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা কে ছিলেন?

উত্তর : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন লর্ড ক্লাইভ।

প্রশ্ন–২৩ : সিপাহি বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : সিপাহি বিদ্রোহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।

প্রশ্ন–২৪ : বঙ্গভঙ্গ কী?

উত্তর : ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রসারে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে তৎকালীন বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার যে সিদ্ধান্ত নেয়, তাকেই বঙ্গভঙ্গ বলে।

প্রশ্ন–২৫ : কোন বিদ্রোহকে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বলা হয়?

উত্তর : ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম বলা হয়।

প্রশ্ন–২৬ : বাংলায় নবজাগরণের ফলাফল কী ছিল?

উত্তর : নবজাগরণের ফলে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। শিৰা, সাহিত্য ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

প্রশ্ন–২৭ : 'ভাগ কর শাসন কর'–নীতি কোন শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল?

উত্তর : 'ভাগ কর শাসন কর'–নীতি ইংরেজ শাসনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রশ্ন–২৮ : মুসলমান সমাজের দাবি–দাওয়া তুলে ধরতে কোন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে?

উত্তর : মুসলমান সমাজের দাবি–দাওয়া তুলে ধরতে ভারতীয় মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে।

প্রশ্ন–২৯ : কোম্পানি শাসন কী?

উত্তর : ১৭৫৭ সালে পলাশি যুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকারের ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ আরোপের পূর্ব পর্যন্ত, ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালিত শাসনই হচ্ছে কোম্পানি শাসন।

প্রশ্ন–৩০ : সিরাজ–উদ–দৌলার বিরবদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করে?

উত্তর : সিরাজ–উদ–দৌলা সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর বড় খালা ঘসেটি বেগম, সেনাপতি মীরজাফর আলী খান নবাবের বিরবদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। একই সাথে রায় দুর্লভ, জগৎশেঠসহ প্রভাবশালী বণিকশ্রেণি ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়।

প্রশ্ন–৩১ : ইতিহাসে কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত কোন সময়কাল?

উত্তর : ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই একশ বছর ইতিহাসে কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত।

প্রশ্ন–৩২ : সিপাহি বিদ্রোহের সময় সেনাবাহিনীতে কতজন ভারতীয় সিপাহি ছিল?

উত্তর : সিপাহি বিদ্রোহের সময় সেনাবাহিনীতে ৩,০০,০০০ ভারতীয় সিপাহি ছিল।

প্রশ্ন–৩৩ : ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে কারা বেকার হয়ে পড়েছিল?

উত্তর : ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে অসংখ্য কারিগরশ্রেণি বেকার হয়ে পড়েছিল।

প্রশ্ন–৩৪ : ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে সূর্যসেন ও প্রীতিলতা কী অবদান রেখেছিলেন?

উত্তর : ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সূর্যসেন ও প্রীতিলতা সশস্ত্র যুব বিদ্রোহের সূচনা করেন এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

প্রশ্ন–৩৫ : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল কোনটি?

উত্তর : ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল।

প্রশ্ন–৩৬ : তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেলরা নির্মাণ করেন?

উত্তর : তিতুমীর বারাসতের কাছে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেলরা নির্মাণ করেন।

প্রশ্ন–৩৭ : ইংরেজ শাসন কী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

উত্তর : ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন 'ভাগ কর শাসন কর' এ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রশ্ন–৩৮ : কখন পলাশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

উত্তর : ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

প্রশ্ন–৩৯ : সিরাজ–উদ–দৌলা কত বছর বয়সে বাংলার নবাব হন?

উত্তর : সিরাজ–উদ–দৌলা ২২ বছর বয়সে বাংলার নবাব হন।

প্রশ্ন–৪০ : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল কত সালে গঠিত হয়?

উত্তর : ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

প্রশ্ন–৪১ : বাংলায় নবজাগরনের ফলাফল কোন ৰেত্রে প্রভাব রাখে?

উত্তর : বাংলায় নবজাগরনের ফলাফলের প্রভাব ছিল সামাজিক সংস্কারসহ শিৰা, সাহিত্য ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারের ৰেত্রে।

প্রশ্ন–৪২ : বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত কাদের বলা হয়?

উত্তর : উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে। নবজাগরণের অগ্রদূত হলেন– রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ।

প্রশ্ন–৪৩ : বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে কী কী আন্দোলনের বিস্তার ঘটে?

উত্তর : বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় স্বদেশি চেতনার ব্যাপক বিস্তার ঘটে। যার ফলে স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ ঘটে।

প্রশ্ন–৪৪ : ইংরেজ শাসন কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?

উত্তর : ইংরেজ শাসন ২০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

■ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

➲ যোগ্যতাভিত্তিক

প্রশ্ন–১ : কত সালে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল? পলাশির যুদ্ধ কেন হয়েছিল? পলাশির যুদ্ধের তিনটি ফলাফল লেখ।

উত্তর : ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ হয়েছিল।

পলাশি যুদ্ধের কারণ : নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহনের পর থেকেই নানা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে থাকেন। নানা কারণে নবারের সাথে ইংরেজ বনিকদের বিরোধ দেখা দেয়। ইংরেজদের সাথে নবাব বিরোধী শক্তিগুলো একজোট হয়ে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়। এসবের জের ধরে পলাশির প্রান্তরে নবাবের সৈন্যদের সাথে ইংরেজ শক্তির যুদ্ধ হয়।

পলাশির যুদ্ধের তিনটি ফলাফল :

১. বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ–উদ–দৌলা পরাজিত হন ও পরে তাকে হত্যা করা হয়।
২. বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা হয়।
৩. বাংলায় ইংরেজদের একচেটিয়া ব্যবসায়ে আর কোনো বাধা থাকে না।

প্রশ্ন–২ : বাংলায় নব জাগরণের ফলাফল কী ছিল? পাঁচটি বাক্যে লিখ।

উত্তর : নবজাগরণের ফলে উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। এরই ফলে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালে তৎকালীন বাংলা প্রদেশেকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পুর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। বঙ্গভঙ্গের বিরবদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে বাংলায়।

প্রশ্ন–৩ : পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ কী? এ যুদ্ধের ফলাফল কী ঘটছিল?

উত্তর : নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ সালে সিরাজ–উদ–দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে বাংলার নবাব হন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করেই তরবণ নবাবকে নানারকম বিরোধী শক্তির মুখোমুখি হতে হয়। একদিকে ছিল ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তি, আর অন্যদিকে খালা ঘসেটি বেগম, সেনাপতি মীর জাফর, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের মতো লোকদের ষড়যন্ত্র। এরই ফলশ্রবতিতে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে নবাব সিরাজ–উদ–দৌলার পতন ঘটে। যুদ্ধে নবাব সিরাজ–উদ–দৌলার পরাজয়ের ফলে বাংলার শাসন ৰমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ইংরেজদের শাসনের নামে শোষণের সূচনা হয়।

প্রশ্ন–৪ : তিতুমীর কোথায় এবং কীভাবে ইংরেজদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ করেন?

উত্তর : জমিদার ও ইংরেজদের শোষণ থেকে এদেশের কৃষক ও সাধারণ মানুষকে রৰা করাই ছিল তিতুমীরের প্রধান উদ্দেশ্য। ইংরেজদের বন্দুক–কামানের বিরবদ্ধে তিতুমীর বারাসতের কাছে নারকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেলৱা বা দুর্গ নির্মাণ করে যুদ্ধ শুরব করেন। কিন্তু ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে তিনি তার বাঁশের কেলৱা রৰা করতে পারেননি। ১৮৩১ সালে ইংরেজদের বিরবদ্ধে যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

প্রশ্ন–৫ : ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের গুরবত্ব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের বিরবদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। মূলত এটি ছিল প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইস্ট–ইন্ডিয়া কোম্পানি কঠোরভাবে সিপাহি বিদ্রোহ দমন করলেও এই বিদ্রোহের ফলেই ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের শাসনের অবসান ঘটে। শুরব হয় ব্রিটিশরাজ তথা রানি ভিক্টোরিয়া শাসন।

প্রশ্ন–৬ : ইংরেজরা এদেশে কীভাবে শাসন কাজ পরিচালনা করে?

উত্তর : শাসনকাজে অভিজ্ঞতা না থাকায় ইংরেজ বণিকরা সাথে সাথেই নিজেদের হাতে শাসনভার তুলে নেয়নি। তাদের কথা শুনবে এমন দেশীয় লোকদের দ্বারা শাসন কাজ চালায়। তারা প্রথমে মীর জাফর ও পরে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম ছিলেন কিছুটা স্বাধীনচেতা। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর দুবার যুদ্ধ হয়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। এরপর থেকেই ইংরেজরা পুরোপুরি ক্ষমতা দখলে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ বছর এদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে, যা ইতিহাসে কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত। প্রায় একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে কোম্পানির নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোম্পানির শাসন রদ করে ১৮৫৮ সালে বাংলাসহ ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার সরাসরি নিজ হাতে তুলে নেয়, যা চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

প্রশ্ন–৭ : বাংলায় সশস্ত্র বিপৱবী আন্দোলনের স্বরূ প কেমন ছিল?

উত্তর : স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ১৯০৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাংলায় বিভিন্ন পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র বিপৱবী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। বিপৱবীদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ ছিল সব প্রশ্নের উর্ধ্বে। বিপৱবীরা শক্তি ও বল প্রয়োগ করে এদেশ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই বিপৱবীরা যেকোনো অবস্থাতে জাতীয়তাবাদী বিপৱবী আন্দোলন চালিয়েছিল। ইংরেজ শাসকদের বিরবদ্ধে অভিযানে অংশ নেয়ার কারণে ক্ষুদিরাম ও মাস্টারদাকে ফাঁসি দেয়া হয়। আর সফল অভিযান শেষে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়া এড়ানোর জন্য প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার আত্মহুতি দিয়েছিলেন। বিপৱবীরা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে জাতীয়তাবাদী চেতনাকে বেগবান করতে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন–৮ : বাংলার শিৰা ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশদের প্রভাব পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : বাংলার শিৰা ও অর্থনীতিতে ব্রিটিশ শাসনের কিছু খারাপ প্রভাব ও কিছু ভালো প্রভাব পড়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বাংলার অনেক কারিগর বেকার ও অনেক কৃষক গরিব হয়ে যায়। অল্পসংখ্য জমিদার শ্রেণি অনেক জমির মালিক হন। আবার নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে শিৰা ব্যবস্থার উন্নতি হয়। এর প্রভাবে উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে।

➲ সাধারণ

প্রশ্ন–৯ : তিতুমীরের বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : ব্রিটিশ শাসকদের বিরবদ্ধে ১৯ শতকে তিতুমীরের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বারাসতের কাছে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে ইংরেজ ও জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে রৰা পেতে, বিদ্রোহী নেতা তিতুমীর একটি বাঁশের কেলৱা নির্মাণ করেন। সেখানে ইংজেরদের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধরত অবস্থায় তিনি মারা যান।

প্রশ্ন–১০ : বাংলার অর্থনৈতিক ৰেত্রে ইংরেজ শাসনের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ইংরেজদের এদেশে শাসনভার গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল শোষণ ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। এতে করে দেশের অর্থনৈতিক খাত কৃষি ও তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ইংরেজ বণিকদের প্রাধান্যের কারণে দেশীয় ব্যবসা পর্যুদস্ত হয়। শিল্প বাণিজ্য নানাভবে ৰতিগ্রস্ত হয়। অসংখ্য কারিগর বেকার হয়ে পড়ে। কৃষক গরিব হয়ে যায়। তাছাড়া ১৭৭০ সালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিৰ। তাদের শাসনকালে প্রচুর অর্থ ও সম্পদ এদেশ থেকে পাচার হয়ে যায়।

প্রশ্ন–১১ : বাংলার শিৰাৰেত্রে ইংরেজ শাসনামলের প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর : ইংরেজ শাসনামলে বাংলার অধিকাংশ মানুষ ছিল কৃষক ও দরিদ্র। অল্পসংখ্যক মানুষ ছিল ধনী ও বিশেষ সুবিধাভোগী, নারীদের অবস্থা একেবারে পিছিয়ে ছিল। এমন অবস্থা উত্তরণের জন্য ইংরেজি শিৰার প্রচলন হয়। শিৰা বিস্তারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে একটা শিৰিত শ্রেণি গড়ে ওঠে। ইংরেজ শাসন বাংলার শিৰা ৰেত্রে তাই বেশ ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। ইংরেজ শিৰার প্রভাবে বাংলার রাজনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন ঘটেছিল।